বাংলাদেশকে দেখলে বঙ্গবন্ধুকে দেখা যায়

আর বঙ্গবন্ধুকে দেখলে বাংলাদেশকে .......

ইফতেখার উদ্দিন আহাম্মদ মামুন, সহকারী প্রোগ্রামার।

বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি কখন থেকে তা বুঝে উঠতে পারিনি। আমার মরহুম বাবা কামাল উদ্দিন আহাম্মদ মোস্তফা মিয়া আওয়ামী লীগ করত বঙ্গবন্ধূকে ভালোবাসত। সচারচার পিতা হয়ে থাকে বাবার আদর্শ হয়ত সেকারণে প্রথমটা তেমনী বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসতাম । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা পড়ার সময় একটি বই পড়েছিলাম মুজিব তোমায় যেমন দেখেছি। অনেক বার পড়েছি বইটি, বুঝতে শিখেছি, বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসার যুক্তি খুজে পেয়েছি। একটি দেশ তার স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিজয় ইত্যাদির মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে খুজে পেলাম। আমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সময় সামরিক শাষকরা ক্ষমতায় ছিল। তখন আমার বাবাকে আওয়ামী লীগ করে বলে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখত সমাজের সুবিধাভোগি শ্রেনির মানুষ। যারা ধর্ম প্রান তারা ভাবত এরা বোধ হয় হিন্দুদের দলের লোক। আরেক দল লোক ছিল এরা ভাবত আওয়ামী লীগ একটি দল নাকি এরা ক্ষমতায় টমতায় যেতে পারবেনা । সহপাঠীদের কেউ কেউ আবার বলত আওয়ামী লীগ গরীবদের দল। আমাদের ঘরে বঙ্গবন্ধুর এক বেশ বড় সাইজের ছবি ছিল। আব্বা ১৫ আগষ্ট/75-এর পর ছবিটি ঘরের আলমীরার পিছনে স্বযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে বের করে পরিষ্কার করতেন, আমরা দেখতাম। আজ বলা হয় দেশে গনতন্ত্র নেই আমার প্রশ্ন তখন কি গনতন্ত্র ছিল যে জাতীর জনকের ছবি প্রকাশ্যে রাখা যেতনা । ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্টের পর অনেক ঝড় সামাল দিতে হয়েছে আমার বাবাকে আমাদের পরিবারকে। একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধেও নয় মাসে আমাকে শিশু অবস্তায় নিয়ে ঘড় ছাড়া থাকতে হয়েছে, এখানে ওখানে। কারণ হানাদার বাহীনির ক্যাম্পটি ছিল আমাদের বাড়ির দের কিলোমিটারে মধে্য, আমাদের বাড়ির ছিল সদর রাস্তার পাশেই। আমি সক্রিয় ভাবে ছাত্রলীগ করতাম তারি ছিলাম বঙ্গবন্ধুর আদর্শে সচেতন এবং লেখাপড়াও করতাম বঙ্গবন্ধু ও তার সংগ্রাম এবং দেশের রাজনীতি নিয়ে । ইত্তেফাক আমার বাবার সংঙ্গী ছিল এমন কি আমার আত্মীয় স্বজনরা বিদ্রুপ করে বলত আওয়ামী লীগ করে কি লাভ এবং মজার বিষয় তখন যারা আওয়ামী লীগদের বিদ্রুপ করত এখন তারা আওয়ামী লীগের প্রথম কাতারে। আমি যখন কলেজ লেভেলে পরি তখন এক সিনিয়ার ভাইয়ের সাথে বিতর্ক বাধল বঙ্গবন্ধু যদি ভালই হত তবে জয় খুনের বিচার হলো না কেন এ বিষয়ে নিয়ে। তখন তার সাথে যুক্তি প্রদর্শন করেছি কিন্তু ভাবছি বঙ্গবন্ধুর দেশের স্থপতি তার ২৩ বছরের সংগ্রামে ফসল স্বাধীনতা, সে স্বাধীন বাংলায় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়না নিজেকে প্রবোধ দিতে পারতাম না । যাই হোক সিনিয়র ভাইকে বলেছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের যেমন বিচার হয়েছে, তেমনি বাংলার মাটিতে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বচার হবে । আল্লাহর কাছে শুকরিয়া বিচার হয়েছে।

আমার বাবার সাথে ও আমাদের ভাই-বোনদের সাথে প্রায়শই রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হতো। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি একদিন বাবাকে বলি, কি করল বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করে, কেনইবা দেশ স্বাধীন করল, তার পর আবার দ্বিতীয় বিল্পব বাকশাল তৈরি করল, তার জন্যই হয়ত মারা গেল । বাবা তার কাছে থেকে বাকশাল গঠনতন্ত্রের একটি পুস্তিকা বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বের করে আমাকে দিলেন । আমি পড়লাম। এবার আমি বুঝেই বললাম এজন্যই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। বাকশালে অপব্যাখ্যা প্রচার না করে বাস্তবায়ন করলে দেশ বহুপুর্বেই উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তৈরি হতো। আমি যখন চাকুরী করি বাবার সাথে রাজনৈতিক আলাপ আওয়ামীলীগ ৯১ এর ক্ষমতায় আসতে পারলোনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বললাম বঙ্গবন্ধু ভুলই করছিল দেশ স্বাধীন করে। যে দেশের মানুষ মনে করে দেশ বিক্রি করা যায়, তার দেশের স্বাধীনতা বুঝার মানুষকে? বাবা ধমক দিয়ে বলে উঠল দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই আজ আমার ছেলে গ্রাজুয়েট হয়ে সরকারী চাকুরি করে ফ্যানের নিচে বসে। আমি পূর্ণ সচেতনতায় ফিরে এলাম।

 সারা দেশে বঙ্গবন্ধুর এই ভালবাসার সৈনিকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কেউ তাদের চিনেও না অনেকেই, না তারা কাউকে চিনতে দেয়। বঙ্গবন্ধু একটি নাম লক্ষ কোটি প্রান। তাইতো আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেছেন বাংলাদেশকে দেখলে বঙ্গবন্ধুকে দেখা যায় আর বঙ্গবন্ধুকে দেখলে বাংলাদেশকে .......।